ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬২১
আগরতলা, ১৫ অক্টোবর, ২০১৮

## সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগামী ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর সারা দেশে পালন করা হবে ৬৫তম সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহ। আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমবায় সপ্তাহ পালন করা হবে। এই উপলক্ষে আজ সচিবালয়ের ১নং কনফারেন্স হলে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটি রয়েছে সেগুলিকে কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গোমতী ডেয়ারিকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করার জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে। সমবায় সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে আরও নতুন ১০০টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্যও বলেন তিনি। কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে আরও উন্নততর করার লক্ষে দক্ষ ও কর্মঠ আধিকারিকদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য সমবায় দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহুকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সমবায়ের মাধ্যমেই গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় করতে হবে। কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রুদ্রসাগর এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যে ভর্তুকিতে যে ৫০ হাজার হাঁসের বাচ্চা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে ঐ এলাকার প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার লোকের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই কাজটি দ্রুত করতে একটি কমিটি গঠন করার জন্য সভায় উপস্থিত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিককে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেখানে যেখানে ফিসারি করা হবে সেখানে পোল্ট্রি করার জন্যও পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় সমবায় দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু বলেন, এবারের সমবায় সপ্তাহের থিম হল ‘ইনক্লুসিভ গ্রোথ এন্ড গুড গভর্নেন্স থ্রো কো-অপারেটিভস ফর রুরাল প্রোসপারিটি’। সমবায় সপ্তাহ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৪ নভেম্বর আগরতলা টাউন হলে রাজ্যস্তরীয় এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে। এছাড়া রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে। রাজ্যস্তরীয় আলোচনাচক্রকে সুন্দর ও সফলভাবে আয়োজন করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ৮টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

***২-এর পাতায়

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যস্তরীয় ও জেলাস্তরীয় আলোচনাচক্রে সমবায় দপ্তরের কাজ, লক্ষ্যমাত্রা এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে কিভাবে আরও উন্নততর করা যায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু আরও জানান, সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আগামী ১২ নভেম্বর একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি সংগঠিত করা হবে। ১৩ নভেম্বর আপনাঘর বৃদ্ধ আবাস ও অনাথালয় এবং নেহরু বালিকা আবাসের মধ্যে চাল, ডাল এবং অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এছাড়াও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দুটি বিভাগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে বার্ষিক ম্যাগাজিন খড়াং-এর প্রকাশ করা হবে বলেও প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু সভায় জানান। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ড. শৈলেশ কুমার যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে, পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিং, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****